ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৮১৬
আগরতলা, ১১ নভেম্বর, ২০১৮

দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাজ্যের গেজেটেড অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে উদার মানসিকতা নিয়েও কাজ করতে হবে সরকারি অফিসারদের। তবেই রাজ্য তিন বছরের মধ্যে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠবে। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে গেজেটেড অফিসার্স সংঘের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রদীপ জ্বেলে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার নীতি প্রণয়ন করে। আর এই নীতি বাস্তবায়ণ করেন অফিসারগণ। তাই তাদের কাজ স্বচ্ছ, জনহিতকর এবং দুর্নীতিমুক্ত হলে রাজ্য আপনা আপনিই এগিয়ে যাবে। রাজ্য প্রশাসনের সুফল প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। রাজ্য হয়ে উঠবে স্বয়ম্ভর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের কথা এবং বহির্রাজ্য থেকে আগত পর্যটকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে শনিবার (অর্ধদিবস) ও রবিবার (পূর্ণ দিবস) দোকানপাট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এটা বাধ্যবাধকতামূলক নয়। এই সম্পর্কিত আইনের সংশোধনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। দোকান খোলা রাখলে এই দেড়দিন শ্রমিক যদি কাজ করে তাহলে অতিরিক্ত মজুরী পাবেন। এটা শ্রমিকদের ছুটি হরণ নয়। সরকার আমজনতার স্বার্থ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। অথচ গতকাল কয়েকটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে দেখলাম বিরোধীদল এই সিদ্ধান্তকে শ্রমিক বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে। এটা রাজনীতির পরিভাষা নয়। বিরোধীতা করার আগে সবকিছু জেনে বিরোধীতা করা উচিত বলে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকার রাজ্যের উপর ১১ হাজার কোটি টাকার উপর ঋণের বোঝা রেখে গেছে। তা সত্বেও এবছর আমরা শূন্য ডেফিসিট বাজেট করেছি। ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের আদলে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৫ হাজার কিলোগ্রাম গাঁজা, বিপুল পরিমাণে হেরোইন, নেশার ট্যাবলেট, কোরেক্স, ফ্যান্সিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নেশাকর সামগ্রীর ব্যবহার জনজাতিসহ যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার প্রয়াস। আমরা এগুলি প্রতিরোধ করে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজী, নানাজী দেশমুখ গ্রাম স্বরাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাদের পথ অনুসরণ করে চলেছেন। মোদিজী দেশের কল্যাণে যে সকল যোজনা হাতে নিয়েছেন তার ৮০ শতাংশ রেখেছেন মহিলাদের জন্য। উজ্জ্বলা যোজনায় মহিলাদের দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দেড়লক্ষ টাকায় ঘর, সৌভাগ্য যোজনায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎতায়ণ, প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনায় বিনামূল্যে শৌচালয়, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান বীমা যোজনায় একটি পরিবারে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি। কেননা ভারত মাতৃতান্ত্রিক দেশ। মা শক্তিশালী হলেই পরিবার ও দেশ শক্তিশালী হবে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী গ্রামকে সড়ক ও মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা চালু করে গেছেন।

*****২য় পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রাজ্যের উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, আমরাও প্রধানমন্ত্রীর পথ অনুসরণ করে চলেছি। রাজ্যকে কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্যচাষ, শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি, আইন-শৃঙ্খলা, পরিকাঠামো উন্নয়নে এগিয়ে নেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা ত্রিপুরাতে ডেয়ারী শিল্পকে এগিয়ে নেব। ৫০০০ পরিবারকে ২টি করে গাভী দেওয়া হবে। তাতে ঐ পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার চাইছে অফিসারগণ পারদর্শিতার সাথে কাজ করুন। প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নে আপনাদের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সচিবদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (বি এম এস) জোন্যাল অর্গানাইজার সুনীল কিরওয়াই। তিনি বলেন, ১৯৫৫ সালের ২৩-জুলাই ভূপালে ভারতীয় মজদূর সংঘ গঠন করা হয়। বক্তব্য রাখেন বি এম এস-এর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার এন. তোম্বা সিং। স্বাগত ভাষণ দেন গেজেটেড অফিসার সংঘের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায়। সভাপতিত্ব করেন গেজেটেড অফিসার সংঘ তথা বি এম এস-এর কো-কনভেনার তপন দাস।

****